প্রথম আলো

তারিখ ...13 MAR 2016...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...2...

পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই ২৯ শতাংশে

সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ২০ শতাংশ শিক্ষক নেই

মোশতাক আহমেদ ●

দেশের ৩২৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০ দশমিক ৩৬ শতাংশ শিক্ষকের পদ খালি। এর মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি শূন্য পদ রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সর্বশেষ হিসাবে শিক্ষকসংকটের এ চিত্র পাওয়া গেছে। এ ছাড়া সংস্থাটির এক তদারক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৬ হাজার ৫৯৪টি বিদ্যালয়ের ২৯ শতাংশে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই। এতে অনেক বিদ্যালয়ে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন এই সমস্যার কথা স্বীকার করে *প্রথম আলো*কে বলেছেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবারও শিক্ষক নিয়োগ দিতে বিধি করা হচ্ছে। আর শ্রেণিকক্ষের সংকট পর্যায়ক্রমে নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলোর পক্ষ থেকে সম্প্রতি দেশের সরকারি-বেসরকারি ১৫টি বিদ্যালয় ঘুরেও একই রকম চিত্র পাওয়া গেছে। শরীয়তপুর জেলা সদরে দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। দুটিতেই শিক্ষকের অনুমোদিত পদ আছে ৪৯টি করে। কিন্তু বর্তমানে জেলার পালং তুলাসার গুরুদাস সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ২৬ জন ও শরীয়তপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ২৪ জন শিক্ষক আছেন। বাকি পদগুলো শূন্য।

নেত্রকোনার ১০টি উপজেলায় ছয়টি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের ১৭৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩৩টি শূন্য। বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ভূগোল, চারু ও কারুকলা বিষয়ে শূন্য পদ বেশি। ছয়টি বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৩৯৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য আছেন ১৪৬ জন শিক্ষক।

> সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের অনুমোদিত পদ আছে ১০ হাজার ৬টি। কিন্তু কর্মরত ৮ হাজার ২৫৫ জন। শূন্য ১ হাজার ৭৫১টি পদ। বাংলা ও ইংরেজিতে প্রায় আড়াই শ করে পদ শূন্য। গণিতে শূন্য প্রায় ২০০ পদ

জেলার দুর্গাপুর উপজেলার মহারাজা কুমুদ চন্দ্র মেমোরিয়াল পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের (এমকেসি) ১৫টি পদের মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচটি পদ দুই থেকে সাত বছর ধরে শূন্য।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আজিজ বলেন, বাংলা, ইংরেজি, জীববিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের পদ শূন্য থাকায় পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে। একই উপজেলার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ ছয়টি পদ শূন্য।

কেন্দুয়ার জয়হরি শ্রাই সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব সাহা বলেন, এই বিদ্যালয়ে ৮০০ জন শিক্ষার্থী। অথচ ২১টি শিক্ষক পদের মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ আটটি পদ শূন্য। ১১ বছর ধরে করণিক না থাকায় দাপ্তরিক কাজও শিক্ষকদের করতে হয়।

মাউশির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের অনুমোদিত পদ আছে ১০ হাজার ৬টি। কিন্তু কর্মরত ৮ হাজার ২৫৫ জন। শূন্য ১ হাজার ৭৫১টি পদ। বাংলা ও ইংরেজিতে প্রায় আড়াই শ করে পদ শূন্য। গণিতে শূন্য প্রায় ২০০ পদ। আর ভৌতবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার প্রতিটি বিষয়েই কমবেশি প্রায় ১৩০টি করে পদ ফাঁকা। এ ছাড়া প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকার পদ খালি ৯২টি। সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষিকার পদ ৩৫৩টি ফাঁকা।

মাউশির সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ১৫ মে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদটি তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করে সরকার। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষা হতে হয়। কিন্তু নিয়োগবিধি সংশোধন না হওয়ায় নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. ইনছান আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে ঠিকমতো পাঠদান না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ জন্য দ্রুত নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করে শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান তিনি।

২৯ শতাংশ স্কুলে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই : গত নভেম্বর মাসে দেশের ১৮ হাজার ৫৯৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ হাজার ৫৯৪টি বিদ্যালয় তদারক করে মাউশির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১ হাজার ৯২২টি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই। ৯৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো শৌচাগার নেই। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নেই ২৩৭টি বিদ্যালয়ে। ২ হাজার ৫৩০টি বিদ্যালয়ে সীমানাপ্রাচীর নেই বা আংশিক আছে।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চর এলাকা বোহাইল ইউনিয়নের মাধ্যমিক স্তরের একমাত্র বিদ্যালয় বোহাইল নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, একটি ভাঙা টিনের ঘর নিয়ে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ঘরের সামনে বেড়া ছাড়াই শুধু টিনের ছাউনির নিচে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হয়। বারান্দার এক পাশে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্লাস এবং আরেক পাশে শিক্ষকেরা বসেন। ভেতরে বেড়ার এক পাশে ষষ্ঠ শ্রেণি এবং আরেক পাশে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ বানানো হয়েছে।

{প্রতিবেদনে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন নেত্রকোনা প্রতিনিধি **পল্লব চক্রবর্তী**}